তারিখ ....
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ...

গৌরনদীতে ছাত্রী উপবৃত্তি

নারী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারের অবৈতনিক পাঠদান কর্মসূচির গতিধারা কতটা চলিষ্ণু, উহার একটি উদাহরণ মিলিয়াছে বরিশালের গৌরনদী উপজেলায়। এখনকার সকল স্কুল ও কলেজের ছাত্রীদের নিকট হইতে আদায় করা হইতেছে মাসিক বেতনসহ ভর্তি ফি, সেশন চার্জ, গ্র্যাচুইটি, গার্লস গাইড, খেলাধুলা ও পরীক্ষার ফি। গৌরনদী গার্লস হাইস্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রীরা এই সকল খাতে ৪৯০ টাকা দিতে বাধ্য হইতেছে। সপ্তম শ্রেণীতে ৫৬৫ টাকা, অষ্টম শ্রেণীতে ৬২০ টাকা, নবম ও দশম শ্রেণীতে আদায় করা হইতেছে ৮৭০ টাকা। অষ্টম শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের নিকট হইতে আদায় করা হইতেছে ৫০০ টাকা। এই উপজেলার কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত মেয়েরাও বিনাবেতনে পড়িবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইতেছে। বলিতে গেলে নারী শিক্ষা অবৈতনিক কথাটা কলেজ কর্তৃপক্ষ মানিতেছে না। মহিলা ডিগ্রি কলেজে প্রতি মাসে বেতন লইতেছে ৪০ টাকা। ওই কলেজের অধ্যক্ষ জানাইয়াছেন, কলেজ সরকারি ভর্তুকি না পাওয়ায় তাহারা বেতন লইতেছেন। কলেজ ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদানের বিধান এখনও চালু হয় নাই বলিয়া দাবি করিয়াছেন কলেজ অধ্যক্ষ। বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সন্দেহ নাই। সরকারপ্রধান উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক ও উপবৃত্তির আওতায় আনিবার ঘোষণাই কেবল দেন নাই, উহা কার্যকর করিবার উদ্যোগও লইয়াছেন। এমতাবস্থায় গৌরনদীর সকল স্কুল ও কলেজের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে কেন ছাত্রীদের নিকট হইতে নানা খাতে অর্থ আদায় করা হইতেছে, উহার অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজিয়া বাহির করা জরুরি। কেননা সরকার বঞ্চিত নারীদের দ্রুত শিক্ষিত করিয়া পুরুষের সমপর্যায়ে উত্তরণের যে দায়িত্বশীল নীতিটি গ্রহণ করিয়াছে, উহাকে কেবল প্রশংসনীয় বলিয়া বাহবা দিলেই চলিবে না। নারীরা যাহাতে স্কুল-কলেজে স্বচ্ছন্দে যাইতে পারে, ভর্তি হইতে পারে, অধ্যয়নের সুবিধা পায়, উপবৃত্তি পায় এবং সত্যিকার অর্থে জ্ঞানার্জন করিতে সক্ষম হয়, সেই সকলও নিয়মিত মনিটরিং হওয়া জরুরি। কারণ পুরুষ শাসিত গ্রামীণ সমাজে আজও নারী শিক্ষাকে কোন নিরক্ষর পিতা জরুরি মনে করেন না। এই মানসিকতা যে অজ্ঞতাপ্রসূত এবং উহা যে একটি অনগ্রসর মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইবে এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারী শিক্ষা যথাযথভাবে ঘটিতেছে কিনা তাহা দেখিতে হইবে। গৌরনদীতে যে নারী শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হইতেছে, উপবৃত্তির অর্থ লোপাট হইয়া যাইতেছে, উহা আমাদের মনে শংকা জাগাইয়া তুলিয়াছে। গৌরনদীতে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন চলিতেছে উহা যদি দেশের অন্যান্য উপজেলায়ও ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে উহা গভীর দুশ্চিন্তারই ব্যাপার। বিষয়টি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এতদসংক্রান্ত অধিদফতরের নজরদারিতে রাখিবার পরামর্শ আমরা দিতে চাই। দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ হইতে মুক্ত করিতে শুধু 'সাক্ষর' অভিযানে সফলতা অর্জন করিলেই চলিবে না, প্রকৃতপক্ষে নারী এবং পুরুষ উভয়কেই স্কুল ও কলেজ শিক্ষাস্তরে লইয়া যাইতে হইবে। দৈনন্দিন জীবনে নারী-পুরুষের এই সমকক্ষতা অর্জন নারীর মননশীল অভিযাত্রার প্রয়োজনীয়তাটুকু প্রধানমন্ত্রী উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তাহার ক্ষমতারোহণের প্রথম পর্যায়ে '৯১ সালেই নারী শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া নির্বাচনী ওয়াদা পূরণেই ক্ষেত্রে নয়, জাতির অভিশাপ মুক্তির লক্ষ্যেই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত নারী শিক্ষা অবৈতনিক ও উপবৃত্তিসম্পৃক্ত করিয়াছেন। এইরূপ একটি সাহসী পদক্ষেপ এই ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আমলা, কর্মচারী ও স্কুল-কলেজের দুর্নীতিপরায়ণ লোকদের কারণে নস্যাৎ হইয়া যাইবে, তাহা কাম্য নয়। আমরা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিতে চাই, স্পর্শকাতর উপবৃত্তি ও নারী শিক্ষা প্রসারের বাধা অনতিবিলম্বে অপসারণ করুন।